أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ফ)

www.motaher21.net

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ

মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ’ ও ‘মু’ মিনদের উপহাস’ করার শাস্তি

The result of scoffing Mumins.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২১১

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍؕ وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করো, কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো আমি তাদেরকে দেখিয়েছি! আবার তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করো আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তাকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করে তাকে আল্লাহ কেমন কঠিন শাস্তিদান করেন।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২১২

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

কাফিরদের নিকট পার্থিব জীবন মোহনীয় করা হয়েছে এবং তারা মুসলিমগণকে বিদ্রূপ করে থাকে। বস্তুত ক্বিয়ামতের দিন মুত্তাক্বীগণ তাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় থাকবে। মহান আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্‌ক দিয়ে থাকেন।

২১১ ও ২১২ নং আয়াতের তাফসীর:

‘মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ’ ও ‘মু’ মিনদের উপহাস’ করার শাস্তি

মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা লক্ষ্য করো, বানী ইসরাঈলকে আমি বহু মু ‘জিযাহ প্রদর্শন করেছি। মূসা (আঃ) -এর হাতে লাঠি, তাঁর হাতের ঔজ্জ্বল্য, তাদের জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, কঠিন গরমের সময় তাদের ওপর মেঘের ছায়া দান করা, তাদের ওপর ‘মান্না’ ও সালওয়া’ অবতীর্ণ করা ইত্যাদি। এর দ্বারা আমার যা ইচ্ছা করা এবং সব কিছুরই ওপর ক্ষমতাবান হওয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এর দ্বারা আমার নবী মূসা (আঃ) -এর নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তবু বানী ইসরাঈল আমার নি ‘য়ামতের ওপর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর ওপরেই স্থির থেকেছে। কাজেই তারা আমার কঠিন শাস্তি হতে কিরূপে রক্ষা পাবে? কুরাইশ কাফিরদের সম্বন্ধেও এইরূপ সংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

﴾اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِۙ﴿۲۸﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ؕ وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴿

‘তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করো না যারা মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলোয় জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল!’ (১৪ নং সূরাহ্ ইবরাহীম, আয়াত নং ২৮-২৯)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বর্ণনা করছেন যে, তিনি কাফিরদের জন্য পার্থিব জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। ফলে তারা ইহলৌকিক জগতের ওপরই সন্তুষ্ট রয়েছে। আর তাতেই তারা প্রশান্তি লাভ করে সম্পদ জমা করছে এবং মহান আল্লাহ্র পথে যাতে খরচ করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এমন খরচে কার্পণ্যতা করে যাচ্ছে। বরং যেসব মু’ মিন এই নশ্বর জগত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কাছে সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে তাদেরকে এরা উপহাস করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবান তো এই মু’ মিনেরাই। কিয়ামতের দিন এই মু’ মিনদের মর্যাদা দেখে কাফিরদের চক্ষু খুলে যাবে। সে দিন নিজেদের দুভার্গ্য ও মু’ মিনদের সৌভাগ্য লক্ষ্য করে তারা অনুধাবন করতে পারবে যে, কারা উচ্চপদস্থ ও কারা নিম্ন পদ্স্থ। মু’ মিনগণ উচ্চতর স্তরের উচ্চতম স্থানে বসবাস করবে, অন্য দিকে কাফিরদের বাসোস্থান হবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে নিম্নতম স্থানে।

ইহকালে মহান আল্লাহ্ যাকে ধন-সম্পদ দেয়ার ইচ্ছা করেন তাকে তিনি অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকেন। আবার তিনি যাকে ইচ্ছা করেন এখানেও দেন এবং পরকালেও দিবেন। যেমন হাদীসে এসেছে, মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.

'হে আদম সন্তান! তুমি আমার পথে খরচ করো আমি তোমাকে দিতেই থাকবো।' (সহীহুল বুখারী-৯/৪০৭/৫৩৫২, সহীহ মুসলিম-১/৬৯০/৩৬, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৮৬/২১২৩, মুসনাদ আহমাদ - ২/২৪২, ৩১৪, ৪৬৪) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রাঃ) -কে বলেনঃ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا.

'হে বিলাল! তুমি মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করতে থাকো এবং 'আরশের অধিকারী হতে সঙ্কীর্ণতার ভয় করো না।' (তাফসীর তাবারী ১০/১৯২, হিলইয়াতুল আওলিয়া-২/২৮০, শু 'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী-২/১১৮/১৩৪৫, আল মাজমা 'উয যাওয়ায়িদ-৩/১২৬, তাফসীর দুররুল মানসূর-৯১)

কুর' আনুল হাকীমে রয়েছেঃ ﴿وَ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُه﴾

'আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবে।' (৩৪নং সূরাহ্ সাবা, আয়াত নং ৩৯)

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ

أَنَّ مَلَكين يَنْزِلَانِ مِنَ السَّمَاءِ صَبيحة كُلِّ يَوْمٍ، يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا :اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا .وَيَقُولُ الْآخَرُ :اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسكا تلفًا.

'সকালে দু' জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। একজন প্রার্থনা করেন, 'হে মহান আল্লাহ্! আপনার পথে ব্যয়কারীকে আপনি বরকত দান করুন।' অপরজন বলেন, 'হে মহান আল্লাহ্! কৃপণগণকে ধ্বংস করুন। ' (সহীহুল বুখারী-৩/৩৫৭/১৪৪২, ফাতহুল বারী ৩/৩৫৭, সহীহ মুসলিম-২/৭০০/৫৭, মুসনাদ আহমাদ - ২/৩০৬, ৩৪৭) অন্য হাদীসে রয়েছেঃ

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ :مَالِي مَالِي .وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

'মানুষ বলে, 'আমার মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মালতো ঐগুলোরই যা তুমি খেয়ে ধ্বংস করেছো, আর যা তুমি দান করেছো। অন্য যতো কিছু রয়েছে সেগুলো সবই তুমি অন্যদের জন্য ছেড়ে এখান থেকে

বিদায় গ্রহণ করবে।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ৪/৩/২২৭৩, মুসনাদ আহমাদ -২/৩৬৮, ৪১৩, জামি‘ তিরমিযী-৪/৪৯৪, ২৩৪২)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ.

‘দুনিয়া তারই ঘর যার কোন ঘর নেই, দুনিয়া তারই সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই এবং দুনিয়া শুধু ঐ ব্যক্তি সংগ্রহ করে থাকে যার বিবেক নেই।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। মুসনাদ আহমাদ -৬/৭১, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ-১০/২৮৮, শু ‘আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী-৭/৩৭৫/১০৬৩৮, ফায়যুল কাদীর-৩/৫৪৫, ৫৪৬)

দু’ টি কারণে এ প্রশ্নের জন্য বনী ইসরাঈলকে নির্বাচন করা হয়েছে। একঃ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিষ্প্রাণ স্তূপের তুলনায় একটি জীবিত জাতি অনেক বেশী শিক্ষা ও উপদেশের বাহন হতে পারে। দুইঃ বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুওয়াতের আলোকবর্তিকা দিয়ে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব দানের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বৈষয়িক প্রীতি, ভোগবাদ, মুনাফিকী এবং জ্ঞান ও কর্মের ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে এ নিয়ামত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিল। কাজেই তাদের পরে যে জাতিকে বিশ্ব-নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে, তারা এ ইসরাঈলী জাতির পরিণাম থেকেই সবচেয়ে বেশী কার্যকর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

বানী ইরাঈলকে আল্লাহ তা ‘আলা কী কী নিদর্শন ও নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ করেছিলেন সে সম্পর্কে অত্র সূরার ৪৭ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা ‘আলা কাফিরদের সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তাদের জন্য দুনিয়াকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। কেননা তাদের সুখ-সম্পদ দুনিয়াতেই শেষ, আখিরাতে তাদের কোন কল্যাণকর অংশ নেই।

কাফিররা দুনিয়াতে মু’ মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কারণ তারা সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করে আর মু’ মিনদের দূরাবস্থা দেখে বলে তারা যদি ভাল মানুষই হত তাহলে তাদের এ অবস্থা কেন।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ۝ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ۝ وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ۝ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ لَضَاۗلُّوْنَ)

"যারা অপরাধী তারা মু' মিনদেরকে উপহাস করতো। এবং তারা যখন তাদের নিকট দিয়ে যেতো তখন চোখ টিপে কটাক্ষ করতো। আর যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসতো তখন তারা ফিরতো উৎফুল্ল হয়ে, এবং যখন তাদেরকে দেখতো তখন বলতোঃ নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট।" (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৯-৩২)

আল্লাহ তা 'আলা মু' মিনদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, তাদের কথায়, ঠাট্টায় মনোবল হারানোর কোনই কারণ নেই। আল্লাহ তা 'আলা তোমাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত। আর আল্লাহ তা 'আলা যাকে ইচ্ছা অপরিমেয় রিযিক দেন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কাফিরদের সাচ্ছন্দ্য দেখে মনোবল হারানো যাবে না। কারণ তাদের দুনিয়াই শেষ, আখিরাতে কোন অংশ নেই।

২. ঈমান ও আমলের ওপর থাকলে প্রতিপক্ষ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেই পারে। তাই বলে ঈমান-আমাল ছেড়ে দেয়া যাবে না।

৩. রিযিক দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা 'আলা। তাই আল্লাহ তা 'আলার কাছেই রিযিক চাইতে হবে।